লক্ষাধিক বিয়ের সাক্ষী মগবাজার কাজী অফিস

লিখেছেন **উর্মি মল্লিক**

একদিন রাত ১টায় এক ভদ্রলোক এসে বাসায় নিয়ে গেল। উদ্দেশ্য তার ভাতিজির বিয়ে পড়াতে হবে। সেখানে গিয়ে বুঝলাম পাত্রী আর কেউ নয়, সে সময়ের সবচেয়ে জনপ্রিয় নায়িকা শাবানা। বিয়ে পড়ানোর সময় শাবানা আমাকে বললো, 'হুজুর আমার বিয়ের ব্যাপারটা কাউকে বলবেন না, যদি বাইরের মানুষ জানতে পারে, তাহলে সিনেমায় আমার চাহিদা কমে যাবে। দর্শকরা বিবাহিত নায়িকাকে গ্রহণ করবে না। 'কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, পরদিন সকালে পেপারে দেখলাম চিত্রনায়িকা 'শাবানার বিয়ের খবর'- এতো গোপনীয়তা অবলম্বন করেও গোপন করা গেলো না! এ ঘটনায় এখনো আমি মজা পাই।'

এ রকম আরো অনেক মজার ঘটনায় প্রত্যক্ষদর্শী কাজী সৈয়দ শরীয়তুল্লাহ জনপ্রিয় শিল্পী, অভিনেতা-অভিনেত্রী, রাজনীতিবিদসহ বিখ্যাত ব্যক্তিদের বিয়ে পড়িয়েছেন

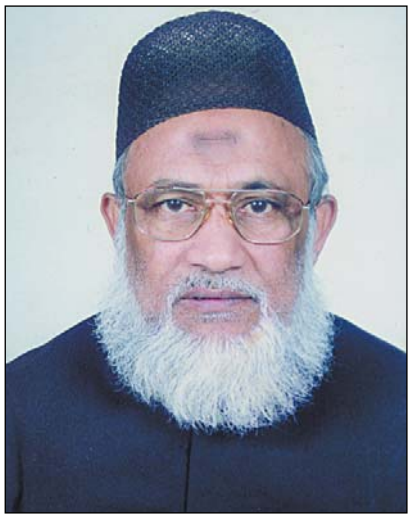

বর্তমান কাজী সৈয়দ শরীয়তুল্লাহ

মগবাজার কাজী অফিসের এই কাজী সাহেব। ৭৫ বছরের পুরনো ঐতিহ্যবাহী এই কাজী অফিস সাক্ষী হয়ে আছে অগণিত বৈবাহিক বন্ধনের। আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতিতে মগবাজার কাজী অফিসের প্রভাব কম নয়। অসংখ্য সিনেমা, নাটক এবং উপন্যাসে বিভিন্নভাবে মগবাজার কাজী অফিস এসেছে। এসব কারণে কাজী অফিস বলতেই যেন চলে আসে মগবাজার কাজী অফিসের নাম। এই কাজী অফিসের বর্তমান কাজী সৈয়দ শরীয়তুল্লাহ জানালেন, ১৯৩০ সালের দিকে এই কাজী অফিসের যাত্রা শুরু এবং তখন কাজী ছিলেন তার শ্বশুর আলহাজ হজরত মাওলানা গোলাম কবীর। তাঁর মৃত্যুর পর জামাতা কাজী সৈয়দ শরীয়তুল্লাহ ১৯৬৬ সালের দিকে কাজী হিসেবে এই কাজী অফিসের দায়িত্ব নেন। জনপ্রিয় অভিনেত্রী, শিল্পী, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব যেমন চিত্রনায়িকা শাবানা, ববিতা, সুচন্দা, সাবিনা ইয়াসমিন, জহির রায়হান, বিচারপতি আবু সায়ীদ চৌধুরী, আইনমন্ত্রী ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ প্রমুখের বিয়ে পড়িয়েছেন কাজী সৈয়দ শরীয়তুল্লাহ। এখানে বেশির ভাগ বিয়েই পারিবারিক সম্মতিতে হয় অর্থাৎ সেটেল ম্যারেজ। তবে অ্যাফেয়ার ম্যারেজও হয়। দেনমোহর ১ লাখ টাকা হলে কাজীকে ১০০০ টাকা দিতে হয়। শুরু থেকে আজ পর্যন্ত মোট কতগুলো বিয়ে পড়ানো হয়েছে এর কোনো সঠিক হিসাব না থাকলেও ১ লাখের বেশি হবে বলে জানালেন কাজী সাহেব। এখানে বিয়ে করতে হলে ছেলেমেয়ে উভয়কে প্রাপ্তবয়স্ক হতে হবে। (ছেলে ২১ বছর, মেয়ে ১৮ বছর)। অন্যথায় বিয়ে পড়ান না। বাংলাদেশের যে কেউ এখানে এসে বিয়ে করতে পারেন।

মগবাজার কাজী অফিস

বিয়ে পড়ানো নিয়ে অনেক মজার ঘটনাও আছে কাজী সাহেবের জীবনে। মজার ঘটনা ঘটেছে চিত্রনায়িকা ববিতার বিয়েতে। 'জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী সাবিনা ইয়াসমিনের একটি বিয়ে আমি পড়িয়েছি। এর মধ্যে অনেক মজার ঘটনাও আছে- কিন্তু বলবো না, বললে তার জনপ্রিয়তা কমে যেতে পারে।'

শুধু সেলিব্রেটি নয়, সাধারণ মানুষের বিয়েতেও ঘটেছে অনেক রকম ঘটনা।

একদিন এক যুগল এলো বিয়ে করার জন্য। তারা পরিবারকে না জানিয়ে লুকিয়ে বিয়ে করবে। দু'জনেই ছিল প্রাপ্তবয়স্ক। এজন্য আমি তাদের বিয়ে পড়ালাম। যুবকটি পেশায় ছিল ম্যাজিস্ট্রেট। কিন্তু যে দিন বিয়ে পড়ালাম তার পরদিনই যুবকটি আমার কাছে এসে বলল, 'হুজুর সর্বনাশ হয়ে গেছে এখন আমি কি করব?' আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম কী হয়েছে! ব্যাপারটা খুলে বলেন। তখন সে বলল, 'মেয়েটি বিবাহিত এবং তার একটি বাচ্চাও আছে। আমি আগে এটা জানতাম না। কিন্তু কাবিন হওয়ার পর সে আমার কাছে স্বীকার করেছে সে বিবাহিত ও এক বাচ্চার মা।' বর্তমানে কাজী সৈয়দ শরীয়তুল্লাহর বয়স ৬০ বছর। শিক্ষাগত যোগ্যতা : টাইটেল পাস। তিনি বাংলাদেশের কাজী সমিতির সভাপতি এবং কাজী ঐক্যজোটের প্রেসিডেন্ট। ২০০৫ সালের বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ কাজী হিসেবে স্বর্ণপদক লাভ করেছেন।